এমাজউদ্দীন আহমদ

এক অনন্য শিক্ষা কার্যক্রমের গল্প

ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত স্কুল অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ বা সোডা (School of Development Alternative-SODA) শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করছে। এই পরীক্ষা সফল হলে তা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (কোডা) (College of Development Alternative) এবং উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা) (University of Development Alternative) প্রবর্তন করা হবে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হলে আমরা চাইব শিক্ষাক্ষেত্রের শীর্ষ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন এবং সম্ভব হলে শুধু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয়, দেশের সব শিক্ষায়তনে এই প্রক্রিয়া চালু করতে পারেন। তেমন হলে সমগ্র দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটে যাবে। ফলে এটা সমাজের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, পথকলি নামে যারা চিহ্নিত, তাদের ভাগ্যেও জুটবে উন্নত শিক্ষার আশীর্বাদ। দুই, একবার উন্নত পর্যায়ের কোয়ালিটি এডুকেশন সমাজের অবহেলিতদের আয়ত্তে এলে অনেকটা অনায়াসে জনশক্তিকে উন্নত মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার যে জাতীয় উদ্যোগ আজও চিন্তাভাবনার স্তরে রয়েছে তা বাস্তবায়িত করার এক ফলপ্রসূ কার্যসূচিতে পরিণত হতে পারে। তিন, সমাজের সচ্ছল পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভ করে যেসব কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হচ্ছে, দেশ-বিদেশের হাজারও সুযোগ-সুবিধা যেভাবে হস্তগত করে চলেছে, তাতে যেভাবে জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে তারও মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হবে।

সোডা, কোডা এবং ইউডার নীতিনির্ধারকরা প্রথমে স্বপ্নচারীর মতো নিজেদের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সমতা প্রকল্পের সূচনা করে ২০০০ সালের ২৩ এপ্রিলে। সোডার ৭ জন শিক্ষক বিবেকের তাড়নায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে, নিজেদের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা কর্মসূচি সম্পন্ন করার পরে প্রতিদিন একটি মাত্র ঘণ্টা বাড়তি পরিশ্রম করে, সে জন্য কোন সম্মানী অথবা স্বীকৃতির কথা না ভেবে, ১১ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে সমতা কর্মসূচির সূচনা করলেন। সোডা কর্তৃপক্ষ সেই ১১ জন ছাত্রছাত্রীর বই-খাতার ব্যবস্থা করে, তাদের অন্য ছাত্রছাত্রীর সমমানের পোশাক-পরিচ্ছেদ কিনে দিয়ে, অন্য ছাত্রছাত্রীর মতো তাদের টিফিনের ব্যবস্থা করে, বিকাল ৩টা থেকে শুরু করে ৭টা পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সোডার অন্য ছাত্রছাত্রীর ক্লাসরুমে, একই পরিবেশে। এভাবে শুরু হয় শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের। সূচনালগ্নের সেই ১১ জন ছাত্র ক'বছরের মধ্যে আজকে উন্নীত হয়েছে ৪০০ জনে। সোডার সমতা প্রকল্প আজ রূপান্তরিত হয়েছে এক ধরনের প্রেস্টিজ প্রকল্পে।

কারা এই সমতা প্রকল্পের শিক্ষার্থী? ঢাকা মহানগরীর স্বল্প আয়ের মানুষের সন্তানরাই মাথা উঁচু করে স্কুলে আসে এবং উন্নতমানের শিক্ষার আশীর্বাদ লাভ করছে। যারা রিকশা চালায় এবং পেশা হিসেবে অন্যের গাড়ি চালায় তাদের সন্তানরা এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন অফিসে পিয়ন-দারোয়ান হিসেবে যারা কাজ করেন তাদের ছেলেমেয়েরা সমতার শিক্ষার্থী। স্থানীয় বাজারের সবজি বিক্রেতা, গৃহপরিচারিকা, দিনমজুর, হকার এবং অন্য সুবিধাবঞ্চিতদের ছেলেমেয়েরা সমতা প্রকল্পের ছাত্রছাত্রী। কারও বাবা নেই, কেউবা মায়ের স্নেহবঞ্চিত। কেউ কেউ অন্যের বাড়িতে কাজ করে দিন গুজরান করে। কেউ অন্যের আশ্রয়ে লালিত-পালিত।

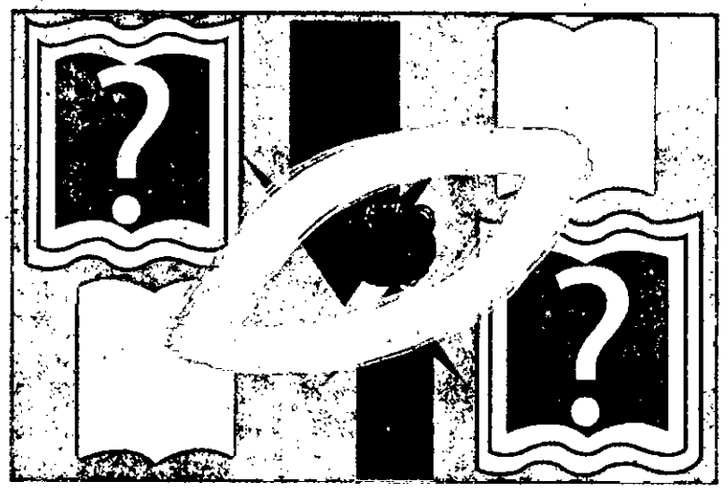

হতদরিদ্র। পথকলি। এরাই বিকালে সোডায় ছাত্রছাত্রী হিসেবে ক্লাস করে। এসব ছেলেমেয়ে যেন অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত না হয় এবং মাঝেমধ্যে যেন অভিভাবকের উষ্ণ আদর লাভ করতে পারে, সে জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকরা নিজেদের মধ্য থেকে সমতার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক হয়েছেন। অভিভাবক হতে হলে তাদের বছরে ৬০০ টাকা ব্যয় করে, স্বীকৃতি গ্রহণ করতে হয়। সোডার অন্য ছাত্রছাত্রীরা যেমন মাঝেমধ্যে অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের আয়োজিত অভিভাবকদের সভায় মিলিত হন, সমতার ছাত্রছাত্রীরাও তেমনি তাদের স্বীকৃত অভিভাবকদের নিয়ে সভায় উপস্থিত হয়। সমতার ছাত্রছাত্রীদের নতুন অভিভাবকরা যে ৬০০ টাকা দিয়ে থাকেন তাও ব্যয় করা হয় ওইসব ছাত্রছাত্রীর জন্য। বিশেষ করে ঈদ বা অন্য কোন পালা-পার্বণে তাদের উপহার কেনাকাটার জন্য এবং তাদের জন্য বই-খাতা, পেন্সিল বা অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য।

সর্বপ্রথম ৭ জন সোডার শিক্ষক দিয়ে শুরু হয় এই প্রকল্প। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৮ জন। তাছাড়া সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ বা ইউডার (UODA) ২২ জন ছাত্রছাত্রীও সমতার শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন কোন সম্মানী ছাড়াই। সোডা এবং কোডার ৯০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা সমতা শিক্ষা প্রকল্পের অভিভাবক হয়েছেন। এসব অভিভাবকের অর্থায়নে সমতার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফিস, ভর্তি ফিসের আংশিক ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধু একটি কারণে যে, এসব ছাত্রছাত্রীর আত্মমর্যাদা যেন কোনক্রমে ক্ষুণ্ন না হয়। তারা কারও দান-অনুদানে শিক্ষা গ্রহণ করছেন না, কারও করুণার পাত্র তারা নন, এই বিশ্বাস নিয়ে অন্য ছাত্রছাত্রীর মতো তারা আত্মমর্যাদাবোধে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছেন। তবে এক্ষেত্রে এও উল্লেখযোগ্য যে, যে ছাত্র বা ছাত্রীর এখনও কোন অভিভাবক নেই, তাদের সব ব্যয় সোডা বহন করছে। ২০০৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সমতা প্রকল্পের ৪ জন ছাত্রছাত্রী (৩ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী) ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সমতা প্রকল্পে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় বিকাল ৩টা এবং চলে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। বর্তমানে শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। দুটি ভবনে (ভবন-৯ বালক শাখা এবং ভবন-৩ বালিকা শাখা) এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দু'জন ভবন অধ্যক্ষ এবং দু'জন ভবন উপাধ্যক্ষের সার্বিক নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে এই কার্যক্রম। বছরে তিনটি সেমিস্টারে পরিব্যাপ্ত রয়েছে এটি। প্রতি শনিবার ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস টেস্ট বাধ্যতামূলক। তাছাড়া সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় সবাইকে উত্তীর্ণ হতে হয়। ক্লাস টেস্টের ফল ও সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার ফলের সমন্বয়ে চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি হয়। কোডার (CODA) মূল্যায়ন বিভাগ শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ফলাফল ঘোষণা করে। সমতার শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত শুধু একাডেমিক পাঠ্যক্রম নয়, বরং তার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ঘনিষ্ঠ চর্চা।

এদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সোডা (SODA), কোডা (CODA) এবং ইউডা (UODA) বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, চলেছে তারই একটি উপাদান হল, সমতা শিক্ষা কার্যক্রম। গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষাকে জীবন ঘনিষ্ঠ করা, শুধু দক্ষতা বা নৈপুণ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষাকে না দেখে সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, নীতি-নৈতিকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করা, সমাজের সব স্তরে শিক্ষার আশীর্বাদকে বিস্তৃত করা, দেশের সব নাগরিকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবোধের বিস্তৃতি ঘটিয়ে সবাইকে সুনাগরিকে রূপান্তরিত করা এবং সবার মধ্যে সুরুচি, সুনীতি ও উন্নত জীবনের ধারণার বিস্তৃতি ঘটিয়ে সুন্দর এবং সুশৃংখল সমাজজীবনের সূত্রগুলোকে সুদৃঢ় করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সোডা, কোডা এবং ইউডার কর্তৃপক্ষ সমতা শিক্ষা প্রকল্পের সূচনা করেন। রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে কতজন আমরা বসবাস করি তার সঠিক হিসাব কারও জানা আছে বলে জানি না। এক হিসাবে দেখা যায়, ঢাকার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ। এই বিরাট জনসমষ্টির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাস করেন নগরের বিভিন্ন বস্তিতে। অন্য কথায়, আমাদের প্রত্যেক তিনজনের একজন হলেন বস্তিবাসী-হতদরিদ্র, বঞ্চিত, অবহেলিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুস্থ, অসহায়, পীড়িত। এসব মানুষের সন্তানদের লেখাপড়া, বিশেষ করে উন্নতমানের লেখাপড়ার কোন সুযোগ নেই। কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে বটে, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়—যথেষ্ট নয় সংখ্যায়, নয় শিক্ষার মানে। আমাদের সমতা শিক্ষা প্রকল্প সমুদ্রে এক বালতি জলের মতো। অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। তারপরেও আমরা আশা করব, এই দৃষ্টান্ত সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অনুসরণ করা হলে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যায়। সব ক্ষেত্রে সরকারের ওপর নির্ভর করা সঠিক পন্থা হতে পারে না। আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হলে দেশের নীতিনির্ধারকরাও এ বিষয়ে সচেতন হতে পারেন।

এমাজউদ্দীন আহমদ : *রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*